দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... 30 ...
পৃঃ ... কলাম ...

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনা প্রবাহঃ সংসদে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর হুমকি

ভিসির বিরুদ্ধে ক্ষমতালিপ্সু রাজনৈতিক নেতার ভূমিকা পালনের অভিযোগ

রাজনৈতিক ভাষ্যকার ঃ দেশের সর্বোচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শান্ত ও স্বাভাবিক পরিবেশ ফিরিয়ে আনার কোন ফলপ্রসূ উদ্যোগ এখনো লক্ষণীয় হয়ে উঠেনি। পুলিশের সক্রিয় সহযোগিতায় বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা থেকে জাতীয়তাবাদী ছাত্র দলের নেতা-কর্মী-সমর্থকদের বিতাড়িত করে সরকার সমর্থক ছাত্র লীগ তিনটি হল দখল করে নিয়েছে। সশস্ত্র এই অভিযানকালে পুলিশের নির্বিচার নির্যাতনের শিকার হয়েছে অসংখ্য সাধারণ ছাত্র, এমনিক লাঞ্ছিত হয়েছেন জসীম উদ-দীন হলের প্রভোস্টও। বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন সম্মানিত অধ্যাপকসহ সাধারণ ছাত্রদের উপর পুলিশী নির্যাতনের প্রতিবাদে জনমনে প্রবল ঘৃণা ও অসন্তোষের সৃষ্টি হলেও ভিসি এবং শিক্ষক নেতৃবৃন্দ রহস্যজনকভাবে লজ্জাকর নীরবতা অবলম্বন করেছেন। ফলে বিশেষ করে ভিসি সম্পর্কে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে, তার বিরুদ্ধে ক্ষমতাসীনদের লেজুড়বৃত্তির গুরুতর অভিযোগ উঠেছে।

ভিসি হিসেবে ছাত্র-শিক্ষকদের অভিভাবকের দায়িত্ব পালনে তার অমার্জনীয় ব্যর্থতার দিকটি প্রাধান্যে (১১-এর পৃষ্ঠায় দেখুন)

ভিসির বিরুদ্ধে ক্ষমতালিপ্সু রাজনৈতিক নেতার ভূমিকা পালনের অভিযোগ

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

এসেছে বিশেষ করে গত ২৬ এপ্রিলের পুলিশী নির্যাতনের পর। সাধারণ ছাত্রদের নিজ নিজ হলে পুনর্বাসন ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশ ফিরিয়ে আনাসহ ন্যায়সঙ্গত বিভিন্ন দাবী পেশ করার উদ্দেশ্যে ছাত্রদলের পক্ষ থেকে সেদিন ভিসির কাছে যাওয়ার কর্মসূচী ছিল। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক দূরে কাকরাইল মোড়েই ছাত্র দলের মিছিলের ওপর পুলিশ ঝাঁপিয়ে পড়েছে, ছাত্রদের লাঠিপেটা করেছে নিষ্ঠুরভাবে এবং গ্রেফতার করেছে সভাপতিসহ ছাত্রদলের প্রায় একশ' নেতা-কর্মীকে। পুলিশ এখানেও থেমে থাকেনি, হাজতের বাইরে আটক নেতা-কর্মীদের খালি গায়ে বসিয়ে রেখেছে প্রখর রোদ ও গরমের মধ্যে। সংবাদপত্রে দৃশ্যটি প্রকাশিত হওয়ার পর জনমনে মারাত্মক প্রতিক্রিয়া ঘটেছে, প্রধান বিরোধী দলের পক্ষ থেকে প্রসঙ্গটি জাতীয় সংসদে উপস্থাপিত হয়েছে। বিএনপি নেতৃবৃন্দ সঠিকভাবেই বলেছেন, ছাত্রদলের সঙ্গে পুলিশের আচরণে একথা প্রমাণিত হয়েছে যে, দেশে ফ্যাসিস্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। তারা আরো বলেছেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের এভাবে খালি গায়ে বসিয়ে রাখার ঘটনা কোনো সভ্য দেশে কল্পনাও করা যায় না।

প্রধান বিরোধী দলের বিরুদ্ধে জাতীয় সংসদে তাৎক্ষণিকভাবে সোচ্চার হয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। শিক্ষক ও ছাত্রদের নির্যাতন থেকে গ্রেফতার ও গাখোলা করা পর্যন্ত ঘটনাপ্রবাহের জন্য মাফ চাওয়া কিংবা ভুল স্বীকার করার ধারেকাছে পর্যন্ত না গিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী উল্টো সমগ্র দোষ চাপাতে চেয়েছেন ছাত্র দলের ওপর। সুপরিকল্পিত ভাষণে তিনি বিএনপিকে অভিযুক্ত করার প্রচেষ্টা নিয়েছেন। বলা নিষ্প্রয়োজন যে, বাস্তব অভিজ্ঞতা এবং সংবাদপত্রের সচিত্র প্রতিবেদনের প্রেক্ষিতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সকল সাফাই ও অভিযোগকে জনগণ প্রত্যাখ্যান করেছে। তারা বরং বিএনপিবর্ণিত 'ফ্যাসিস্ট সরকার' এর ভবিষ্যৎ কর্মকান্ডের ব্যাপারে আতংকিত হয়ে পড়েছে। এর কারণ, জাতীয় সংসদের ঐ একই ভাষণে এত কিছুর পরও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নির্বিকার চিত্তে বলেছেন যে, পুলিশকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হচ্ছে না এবং সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে 'কঠোর থেকে কঠোরতর' ব্যবস্থা নেয়ার জন্য পুলিশকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর এই বক্তব্য ও হুমকিতে উৎকণ্ঠিত সাধারণ মানুষ লজ্জিত ও বিস্মিত হয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি ডঃ একে আজাদ চৌধুরীর মনোভাব আর কার্যকলাপে। কারণ, সরকারী নির্দেশে ছাত্রলীগ ও পুলিশের উদ্যোগে যে দমন-নির্যাতন চালানো হয়েছে, প্রকারান্তরে তার সহজ অর্থ দাঁড়ায়– ভিসিকেই ক্রমাগতভাবে চপেটাঘাত করা। কিন্তু এত অসম্মানজনক ঘটনার পরও পদত্যাগ করা দূরে থাক, সামান্য প্রতিবাদও জানাননি ভিসি। তিনি বরং নিজের পক্ষে সাফাই গাইতে এবং চাকরি বাঁচানোর উদ্দেশ্যে ছুটে গেছে শিক্ষামন্ত্রীর কাছে। এজন্য সাক্ষাতের যথার্থ স্থান মন্ত্রণালয়ে যাওয়ার মত সময় নষ্ট করতে চাননি তিনি, গেছেন জাতীয় সংসদে–এতটাই ব্যস্ত ও সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন ভিসি।

শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে কি কথা হয়েছে তার, সে বিষয়ে উল্লেখের চাইতে বেশী ব্যস্ত হয়েছেন তিনি তার পদত্যাগের গুজবকে অস্বীকার করার উদ্দেশ্যে। ঐদিন, গত ২৭ এপ্রিল ভিসি পদত্যাগ করেছেন বলে গুজব রটে গিয়েছিল সম্ভবত এজন্য যে, অসম্মানিত হওয়ার এবং ক্রমাগত পরোক্ষ চপেটাঘাত খাওয়ার পর একজন দায়িত্বশীল, আত্মসম্মান জ্ঞানসম্পন্ন, ভদ্র ও শিক্ষিত মানুষের পক্ষে পদত্যাগ করাটাই স্বাভাবিক। কিন্তু নিজের সহকর্মী অধ্যাপককে লাঞ্ছিত করার, নিজের ছাত্রদের লাঠিপেটা ও গ্রেফতার করার এবং গা খোলা করে রোদে বাসিয়ে রাখার মত অসম্মানজনক ও অসভ্য কার্যকলাপের পরও পদত্যাগের চিন্তাকে প্রশ্রয় দেননি ভিসি। তিনি বরং ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন একথা জানাতে যে, তিনি পদত্যাগ করেননি। শুধু তাই নয়, 'আমি কেন পদত্যাগ করব?' এ প্রশ্ন করেছেন তিনি।

বস্তুতঃ প্রশ্নটি করার মধ্যে দিয়ে ভিসি একে আজাদ চৌধুরী একথাই প্রমাণ করেছেন যে, ক্ষমতাসীনদের মনোনয়নে কোনো ভুল হয়নি এবং তারা 'উপযুক্ত' লোককেই ভিসি বানিয়েছেন। একটি দৈনিককে দেয়া সাক্ষাৎকারে অন্য অনেক বক্তব্যের মধ্য দিয়েও ভিসি তার 'যোগ্যতার' প্রমাণ রেখেছেন। শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য সুদূর সংসদ ভবন পর্যন্ত ছুটে যাওয়ার সময় পেলেও সহবোধ্য কারণে তিনি বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় হাঁটার দূরত্বে অবস্থিত সেই হল তিনটিতে যেতে পারেননি–যেগুলো পুলিশের সহযোগিতায় ছাত্রলীগের গুন্ডারা দখল করে নিয়েছে এবং যেখানে ছাত্রদের পাশাপাশি লাঞ্ছিত হয়েছেন একজন সম্মানিত অধ্যাপক। শুধু তাই নয়, কোনো একটি হলে না গিয়েও তিনি 'হলফ করে' বলেছেন, ঐ হলগুলোতে কোনো বহিরাগত নেই, রয়েছে কেবলই ছাত্রলীগের নেতাকর্মী। ছাত্র লীগের এই নেতা-কর্মীদের আর কোনো পরিচয় যেমন তিনি দেননি, তেমনি জানাননি এ তথ্যটিও যে, হল দখলের আগে তারা কোন্ কোন্ হলে থাকতো এবং তারা আদৌ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র কি-না। বিশেষ দৈনিকটিকে দেয়া সাক্ষাৎকারে ভিসির 'যোগ্যতা' প্রমাণিত হয়েছে অন্য এক প্রসঙ্গেও। ক্যাম্পাসে পুলিশের সাম্প্রতিক ভূমিকা এবং পুলিশকে ক্যাম্পাসে থাকতে দেয়া-না দেয়া সংক্রান্ত এক প্রশ্নের উত্তরে ভিসি বলেছেন, এ বিষয়ে তিনি কোনো মন্তব্য করবেন না।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর পেছনে রাজনৈতিক কারণ থাকার কথা উল্লেখ করতে গিয়েও ভিসি একথাই প্রমাণ করেছেন যে, তিনি নিজেও সর্বতোভাবে একজন ক্ষমতালিপ্সু রাজনৈতিক নেতার ভূমিকাই পালন করে চলেছেন। এই প্রেক্ষাপটেই তার বিরুদ্ধে ক্ষমতাসীনদের লেজুড়বৃত্তির অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে এবং উঠতে শুরু করেছে তাকে অপসারণের দাবী। পদত্যাগের সম্মানজনক পথে তিনি বিদায় নেবেন, না-কি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করবেন কলংকিত অধ্যায়ের খলনায়ক হিসেবে, সে সিদ্ধান্ত ভিসিকে নিতে হবে অনতিবিলম্বে। কৌতূহলী ছাত্র-জনতা এখন অপেক্ষায় রয়েছেন ভিসির পরিণতি দেখার জন্য।